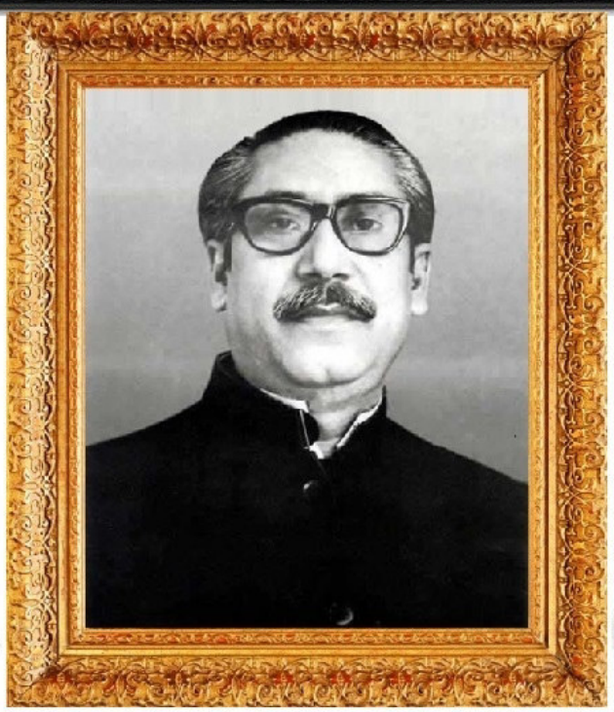

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্র ২০১৬

Special Supplement on the National Mourning Day 2016

Embassy of Bangladesh
Washington, DC, USA

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

৩১ শ্রাবণ ১৪২৩
১৫ আগস্ট ২০১৬

বাণী

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি ও বাংলাদেশের শোকের দিন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়গণ শাহাদাৎ বরণ করেন। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। জাতীয় শোক দিবসে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমণ্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হন। একই সাথে শহীদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টু। এ নৃশংস ঘটনা কেবল আমাদের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। শুধুমাত্র একজন রাষ্ট্রনায়ককে হত্যা করা নয় বরং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে মুছে ফেলা এবং পরাজিত শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান '৭০-এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে জীবনে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে; সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি। এ মহান নেতার চিন্তা-চেতনায় সবসময় কাজ করত বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য আজ এ দেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সদ্যস্বাধীন দেশকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে তিনি সে কাজ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু ঘাতকচক্র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তা স্তব্ধ করে দেয়। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই আমরা চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'ভিশন ২০২১' এবং 'ভিশন ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ আজ মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হতে চলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীতে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। এজন্য প্রয়োজন সকলের সমন্বিত প্রয়াসের পাশাপাশি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ ও স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির দৃঢ় ঐক্য।

আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

31 Shraban 1423
15 August 2016

Message

Today is tragic 15 August, National Mourning Day. It is the day of mourning for the Banglee and Bangladesh and the 41st martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1975, the greatest Bangalee of all time and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his wife, sons, daughters-in-law and near and dear ones embraced martyrdom. I pay my profound homage with heavy heart to them. I pray to Almighty Allah for the salvation of the departed souls on this Mourning Day.

The 15th August 1975 is regarded as a disgraceful chapter in the history of the Bangalee. On this day the undisputed leader and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was brutally assassinated at his residence by a group of killers with the connivance of anti-liberation forces. His wife Sheikh Fazilatunnessa Mujib, sons Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel, daughters-in-law Sultana Kamal and Rosy Jamal, brother Sheikh Naser, farmers' leader Abdur Rab Serniabat, youth leader Sheikh Fazlul Haq Moni and his wife Arzu Moni, Baby Serniabat, Sukanta Babu, Arif and Abdul Nayeem Khan Rintu were also assassinated along with Bangabandhu. This brutality was a rare occurrence not only in the history of the Bangalee nation but also in the history of the world. The aims of the killers were not merely to kill a Statesman but to annihilate the ideals of the war of liberation and reinstate the defeated forces.

Bangabandhu was a visionary leader and an ardent proponent of Bangalee nationalism. Since the historic Language Movement in 1952, Bangabandhu led the nation at every struggle and democratic movement including Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 which all were directed for attaining the right to self-determination and emancipation. He, therefore, had to go to jail for several times and had to face inhuman sufferings. Despite various challenges, he never compromised on the question of the rights of our people. This great leader always nourished in his thinking for the well-being of Bangla, Bangalee and Bangladesh. Thus, Bangabandhu and Bangladesh has emerged as a unique symbol to the people of Bangladesh for his extraordinary contributions. Though the assassins killed the Father of the Nation, they could not wipe out his principle and ideals. I am confident that the name and fame of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman will remain ever shining in the mind of millions of Bangalees so long as the country and its people will stay alive.

Bangabandhu struggled for attaining political independence along with people's economic emancipation throughout his life. He dreamt of building "Sonar Bangla" (Bengal of gold) free from hunger and poverty. He started working to rebuild war-torn newly born Bangladesh. But the killers restrained the development activities committing barbarous massacres. Therefore, it is our utmost responsibility to build our country a happy and prosperous one by completing the unfinished task of Bangabandhu and in this way we can pay our deep tribute to this immortal soul of the soil.

The Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, daughter of Bangabandhu, has set `Vision 2021' and `Vision 2041' in order to transform Bangladesh into a prosperous developed country. Bangladesh is now on the verge of reaching a middle-income country and I am confident that this country would be a developed one by the Diamond Jubilee celebration of our Independence. Imbued with the spirit of war of liberation, it needs concerted efforts and strong unity from all pro-liberation forces to establish a progressive society free from terrorism and militancy.

On the National Mourning Day, let us translate our grief into strength and devote ourselves to build a prosperous Bangladesh.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ শ্রাবণ ১৪২৩
১৫ আগস্ট ২০১৬

বাণী

পনেরই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সপরিবারে মানব ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘৃণ্য ঘাতকরা এই দিনে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশু স্কুলছাত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকেও হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হন এদিন।

জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে জাতির পিতাসহ সেদিনের সকল শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে ফেলাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর থেকেই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়।

জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের খুন, হত্যা, দুর্নীতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে কাজ শুরু করি। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে ৭ বছরে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, বৈদেশিক সম্পর্কসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। বাংলাদেশ এখন নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ। আমি আশা করি, ২০২১ সালের আগেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে সক্ষম হব।

আমরা সপরিবারে জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচার রায় কার্যকর হচ্ছে। ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলাকারীদের বিচার কাজ চলছে। আমরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সমুন্নত রেখেছি।

কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তি এখনও দেশ ও জাতির অব্যাহত অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে বিভিন্ন অপকৌশলে লিপ্ত রয়েছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশের মাটিতে কোন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ঠাঁই হবেনা। জঙ্গিবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করব- এই হোক জাতীয় শোক দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আসুন, আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। আমরা অবশ্যই জয়ী হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

31 Shraban 1423
15 August 2016

Message

The 15th August is the National Mourning Day. On this day in 1975, the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, along with his family members, was assassinated in one of the most barbaric carnages in the human history.

Eighteen members of the family along with Bangabandhu's wife Sheikh Fazilatunnesa Mujib, three sons Captain Sheikh Kamal, Lt. Sheikh Jamal and Sheikh Russel, two daughters-in-law Sultana Kamal and Rosy Jamal, brother Sheikh Naser, peasant leader Abdur Rab Serniabat, youth leader Sheikh Fazlul Haq Moni and his wife Arzu Moni, Baby Serniabat, Sukanta Babu, Arif and Abdul Nayeem Khan Rintu were killed on that fateful night. Bangabandhu's Military Secretary Col. Jamil was also killed. Some members of a family at Mohammadpur in the capital were also killed by artillery shells fired by the killers on the same day.

On this day, I pray to the Almighty Allah for the salvation of the souls of the martyrs of the 15th August.

Under the dynamic, courageous and charismatic leadership of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the people of this territory brought the reddish sun of the independence breaking the shackles of subjugation of thousands of years. The Bangalees have gotten their own nation-state, flag and national anthem.

But Bangabandhu was killed at a time when he had undertaken an arduous task of building a Golden Bangla reconstructing the war-ravaged country and unifying the whole nation. The defeated forces of the Liberation War made abortive attempts to ruin the tradition, culture and advancement of the Bangalee nation. Their target was to destroy the secular democratic fabric of Bangladesh.

The anti-liberation forces linked to the carnage initiated the politics of assassination, coup and conspiracy. The trial of Bangabandhu's brutal assassination was blocked through promulgation of indemnity ordinance.

Ziaur Rahamn usurped the state power and promulgated Martial Law suspending the constitution and overthrowing the people's elected government. The killers of the Father of the Nation were rewarded and given jobs at the Bangladesh missions abroad. The anti-liberation elements were given nationality. They were made partners of the state power and rehabilitated politically and socially. The subsequent governments of BNP-Jamaat alliance had followed the same path.

The people of the country made Bangladesh Awami League victorious in the 29th December general elections in 2008 to end the era of BNP-Jamaat regime's killing, corruption and misrule, and ensure country's socio-economic development.

Overcoming the stagnancy left by the previous BNP-Jamaat government and global economic recession, we have put the country on firm economic footing. During the last seven and a half years since 2009, we have turned Bangladesh into a role model of development implementing huge uplift programmes in all sectors including agriculture, education, health, women welfare, social safety-net, rural development, communication, ICT and foreign relations. Our per capita income has risen to USD 1,466 and forex reserve crossed USD 30 billion. We have achieved self-sufficiency in food production. Bangladesh has already been graduated to a lower middle-income country. We are hoping to turn Bangladesh into a higher middle-income country by 2021 and a developed one by 2041.

We have executed the verdict of the Bangabandhu killing case. The trial of the killers of four national leaders has been completed. The verdicts of the cases against war criminals are being executed and the trial of 21st August grenade attack case is also progressing. We are committed to upholding democracy, constitution and rule of law.

But the defeated forces of 1971 are still engaged in various ill-attempts and trying to obstruct the nation's progress. They are trying to destabilize the country through militancy and terrorist acts. I firmly believe that there would be no room for terrorism and militancy in the soil of Bangladesh. Golden Bangla, as dreamt by the Father of the Nation, would be established – that is our solemn pledge on the National Mourning Day.

The killers were able to assassin Bangababdhu but they could not erase his dreams and ideals. Let us come and turn the grief of the loss of Bangabandhu into strength. Let us engage ourselves to the task of materialising Bangabandhu's dream of building a hunger-, illiteracy- and poverty-free, non-communal Bangladesh perceiving the sacrifice and endeavours of Bagabandhu. We must be victorious.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

১৫ আগস্ট ২০১৬
৩১ শ্রাবণ ১৪২৩

বাণী

আজ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোকদিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও বাঙালী জাতির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ ঘাতকদের হাতে শাহাদৎ বরণ করেন। বিদেশে অবস্থান করায় সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ রেহানা।

শোকাবহ এই দিনে আমি বিনম্র চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা জানাই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি।

বঙ্গবন্ধু একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁরই সংগ্রামী নেতৃত্বে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৭১ এর পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে বাংলার ভাগ্যাকাশে দীর্ঘ কালরাত্রি নেমে আসে। শেখ হাসিনা প্রবাসে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। জনগনের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন শুরু করেন। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠন করেন ও সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ আবার শুরু করেন। এরপর ২০০৯-এর জানুয়ারী থেকে টানা দুই মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃপ্ত পদক্ষেপে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'র খুবই নিকটে নিয়ে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রযুক্তির মাত্রা যোগ করেছেন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন; সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিকাশ; নারীর ক্ষমতায়ন; শিক্ষা, প্রশাসন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা; শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ খাতসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশকে 'রোল মডেল'-এ পরিণত করেছেন।

দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই এ সকল অর্জনকে নস্যাৎ করতে একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী সন্ত্রাস ও সহিংস জঙ্গীবাদের মদদে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে নেমেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'zero tolerance' নীতি ঘোষনা করেছেন। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরদ্ধে নিয়েছে দৃঢ় অবস্থান। সেই সাথে জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় আমাদের অঙ্গীকার ও পদক্ষেপসমূহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট হতে পেয়েছে সমর্থন ও সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস।

তাই আজকের এ শোকের দিনে আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের এবং বিশেষ করে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সকল চক্র ভেদ করে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের দৃপ্ত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবো। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু কন্যা- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যার যার অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আসুন আমরা কাজ করে যাই।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম.পি)

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

15 August 2016

Message

Today is 15th August, National Mourning Day. On this day in 1975 the greatest Bengali of all time, the architect of independent Bangladesh, great hero of the Bengali nation and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with almost his entire family embraced martyrdom at the hands of the brutal assassins. His two daughters Sheikh Hasina (our present Prime Minister) and Sheikh Rehana survived as they were abroad.

On this day of mourning, we pay our deepest respects to the memory of the Father of the Nation and his martyred family members.

Bangabandhu unified his people and led them in the long struggle against the oppressive Pakistani regime with a dream to build a secular and prosperous country free of exploitation. Under his charismatic and dynamic leadership we finally achieved an independent and sovereign Bangladesh after a nine-month long liberation war.

The defeated forces of 1971 wanted to kill Bangabandhu to make Bangladesh a dysfunctional state. After the killing of Bangabandhu, Bangladesh started a backward slide. Sheikh Hasina was elected as the President of Bangladesh Awami League while abroad and returned to her motherland on 17 May 1981. She started a movement to ensure people's right to vote and food. After a long period of trials and tribulations, she formed her first Government in 1996 and resumed the unfinished work of Bangabandhu to build a 'Sonar Bangla' (Golden Bengal). She formed the Government for the second time in 2009 and is now in her second consecutive term in office. Prime Minister Sheikh Hasina has been leading the country with great strides and translating Bangabandhu's dream of 'Sonar Bangla' (Golden Bengal) into a reality. She added the dimension of technology to the dream of Bangabandhu. By ensuring food autarky; expansion of the social safety net; women empowerment; bringing in gender parity in education, employment and in all walks of life; massive socio-economic development in all areas including industry, education, health, communication infrastructure, she has turned Bangladesh into a 'role model' for the developing as well as developed world.

While the country has been making great strides to watch towards a great future, attempts are being made through induction of terrorism and violent extremism to destroy all these achievements and to create a sense of instability in the country. Prime Minister Sheikh Hasina has declared 'zero tolerance' policy towards all forms of terrorism and violent extremism. People of all walks of life have taken a decisive and strong stance against terrorism and violent extremism. The international community has also extended its full support and cooperation towards our commitment and steps taken by the government in this regard.

Let us, therefore, pledge on this day of solemn mourning to renounce terrorism and violent extremism especially the politics of killing and conspiracy and continue our great journey forward under the leadership of Bangabandhu's daughter- Prime Minister Sheikh Hasina. Let us continue to work from our respective positions under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina in realising the 'Vision 2021' in transforming Bangladesh into a middle income country by 2021 and take it to the level of a developed country by the year 2041.

Joy Bangla. Joy Bangabandhu.

(Abul Hassan Mahmood Ali, MP)

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০১৬

বাঙ্গালীর শোকের দিন ১৫ আগস্ট আজ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা দিবস।

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ভোরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের নিজ বাড়ীতে ঘাতকের বুলেটের নিষ্ঠুর আঘাতে নিহত হন জাতির জনক। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত কিন্তু কাপুরোষোচিত উপায়ে খুনীচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর, ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে একের পর একজনকে। হায়েনাদের থাবা থেকে বাচঁতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর শিশু পুত্র রাসেলও। বিদেশে অবস্থান করায় এ হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ রেহানা।

শোকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সে হত্যাকান্ডে শহীদ হওয়া তাঁর পরিবারের সদস্যদের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ স্পৃহায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলার মাটি হতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িতকতা এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধ মুছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘাতকরা এটা জানতো না যে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হলেও তাঁর মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের মৃত্যু হয়নি। বরং এ আদর্শ রয়েছে বাংলার জনগনের হৃদয়ে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড বাঙ্গালি জাতির জন্য করুণ বিয়োগগাঁথা হলেও ৭৫ পরবর্তী সরকার খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে বরং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী বিভিন্ন দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহে চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত ও পুনর্বাসন করেছে।

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো সরকার গঠন করে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচারের সম্মুখীন করেন। তারই সাহসী নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী তথা যুদ্ধাপরাধের বিচারকার্য চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকজনের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে এবং অন্যদের রায় কার্যকর বা প্রদানের অপেক্ষায় আছে।

পিতার আদর্শে দীক্ষিত বঙ্গবন্ধু কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উন্নত জীবন মান সমৃদ্ধ একটি শোষণমুক্ত প্রগতিশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সকল বাধা অতিক্রম করে কাজ করে যাচ্ছেন। গত সাড়ে সাত বছরে আমাদের সরকারের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে ২০১৫ এর জুলাই মাসে বিশ্ব ব্যাংকের সূচকে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয় এবং গত অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের ঘরে পৌছেছে।

উন্নয়নের এ ধারাকে ব্যহত, স্বাধীনতার চেতনা বিনষ্ট, যুদ্ধাপরাধের বিচার বাধাগ্রস্ত এবং বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুন্ন করতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র অব্যহত রয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর ২০০৪ এর ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা, জাতীয় নেতৃবৃন্দের হত্যাকান্ড, সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী কার্যকলাপ ও নিষ্ঠুরতম উপায়ে নিরীহ মানুষ হত্যা- এ সবই ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট হত্যাকান্ডের ধারাবাহিকতা।

অথচ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এদেশে আবহমানকাল ধরে চলে আসা ঐতিহ্য। বাংলাদেশীদের মনে আজ উন্নয়নের অদম্য আকাংখা। সে আকাংখা পূরণে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে দেখা দিয়েছে জাগরণ ও কর্মচাঞ্চল্য এবং শুরু হয়েছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসীম সাহসী নেতৃত্বে যে জাতি পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা সে জাতিকে কোন অপশক্তি আটকাতে পারবেনা। তাইতো সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'Zero Tolerance' নীতির সাথে ঐক্য ঘোষনা করে নিজেদের সাহসী অবস্থান জানিয়েছে সমগ্র দেশবাসী।

-তাই, আজকের এই জাতীয় শোক দিবসে আমরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কাজে যার যার অবস্থান থেকে আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো - এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি)

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

15 August 2016

15 August is the 'Mourning Day' for the Bengali. This is the day on which the greatest Bengali of all time, our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was assassinated brutally.

In the early morning of 15 August 1975, a group of murderers killed Bangabandhu in his own house 32 Dhanmondi with torrent of bullets. That killing was meticulously planned however very cowardly delivered. The fully armed assassins attacked on the unarmed Bangabandhu and his innocent family members; killed one after another cold bloodedly. In that unfortunate morning none of Bangabandhu's family members even his youngest son Russel could escape the claws of the hyenas. Fortunately both the daughters of Bangabandhu, Sheikh Hasina (present Hon'ble Prime Minister) and Sheikh Rehana, survived the carnage as they were abroad at that time.

On this grief stricken day, I recall our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family members martyred on 15 August with deep reverence.

The defeated force of our Liberation War wanted to take revenge by killing Bangabandhu and erasing the spirit of the War of Independence, secularism and the values of building an equitable society. However, it was unfathomable by the perpetrators that the death of Bangabandhu does not mean the extinct of his values, principles and ideals; rather these are ingrained in the heart of the Bengali nation.

Though 15 August massacre was a tragic event for the Bengali nation, the subsequent government rewarded the killers by appointing and rehabilitating them to different Bangladesh Missions abroad instead of punishing them.

Sheikh Hasina, the capable daughter of Bangabandhu brought these killers under trial for the first time according to the laws of the land after assuming the charge of the government in 1996. The prosecution of the War criminals has also been going on under her brave leadership. Some of the war criminals have been executed and some are waiting for death sentence or verdict.

Imbued with the spirit of her father Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has been working fearlessly in order to set up an exploitation-free society with higher living standard and establishment of rule of law. Bangladesh was upgraded to the level of lower middle income country in July 2015 in the World Bank Index. Also, GDP growth reached to 7 percent during the last financial year.

However, the forces opposing our independence have been relentlessly involved in designing ploys to ruin the spirit of our independence, hinder the war crime tribunals and to degrade the image of Bangladesh. Grenade attack on our beloved leader Sheikh Hasina on 21 August 2004, murder of national leaders, terrorism, extremism and cruelest form of killing of the innocent people are the sequences of 15 August massacre indeed.

Historically communal harmony is our tradition. Now Bangladeshis are highly inspired for development. Herculean tasks have been started in Bangladesh for realisation of this desire. The valiant leadership of Bangabandhu brought us the independence by breaking the shackles of subjugation. No evil force can impede the path of this brave nation. That is why, the whole nation has demonstrated their firm stance and unity with the 'Zero tolerance' Policy declared by the Hon'ble Prime Minister against all forms of terrorism and violent extremism.

We will take Bangladesh ahead by dedicating ourselves from our own positions to the destination of 'Sonar Bangla' as dreamt by our Father of the Nation Bangabandhu and 'Digital Bangladesh' as envisioned by Prime Minister Sheikh Hasina through the transformation of our grief into strength. This must be our pledge on this sorrowful day of national mourning.

Joy Bangla,

Joy Bangabandhu.

(Md. Shahriar Alam, MP)

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

শোন বাঙালি শোন : সেই মেঘনাদ কণ্ঠ

মমতাজউদদীন আহমদ

আমি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি। আমরা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি। বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে। তাঁকে ভালো না বেসে পারা যায় না। এমন বন্ধু, এমন স্বজন, এমন আপন করা মানুষ আর কোথায় পাবো।

বঙ্গবন্ধুও যে তাঁর বাংলাদেশকে ভালোবাসেন। বাংলার নদী তাঁর প্রিয়। বাংলার শস্য, বাংলার পাখি, আকাশ, সরষে ফুল সব কিছু তাঁর প্রিয়। বাংলার মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মঠ তাঁর প্রিয়। সব কিছুই খুব প্রিয়। স্টিমারে বসে নদী দেখেন, জেলখানার সেলে বসে বাংলাকে ভাবেন, আমরণ অনশনে বাংলাকে ধ্যান করেন। বাংলা তাঁর স্বপ্ন, কর্ম ও সংগ্রাম। অনেকবার বলেছেন, বারবার বলেছেন, 'বাংলা আমার প্রাণ, বাংলা আমার প্রিয়'। মধুমতীর শাখা বাইগার তীরে মাছ ধরার ছেলে গৌতম অবকাশে বাঁশি বাজায়। খোকা এসে পাশে বসে। বাঁশির করুণ সুর শোনে। প্রিয় গৌতমকে বলে, তোর বাঁশির সুর এত করুণ কেন ? গৌতম বলে, বাংলার কান্দন আমার বাঁশিতে। খোকা বলে, বাংলা কাঁদে কেন? গৌতম বলে, কী জানি কেন!

খোকা ভাবনায় বিভোর – এত কান্দন কেন, আমার টুঙ্গিপাড়ার বুকে এত দুঃখ কেন! সেই টুঙ্গিপাড়া পরে বাংলা হয়ে যায় তাঁর কিশোর মনে। মা সায়েরা খাতুন দেখে তাঁর আদরের খোকা কেবল চাদর জড়িয়ে ঘরে এলো। ও খোকা, ও মানিক, তোর জামা কই, তোর পাজামা কই? খোকা বলে, পথে দেখলাম একজনকে। তার ছেঁড়াফাটা জামা, শীতে কাঁপছে। দিলাম খুলে জামা পাজামা। মা দেখে খোকার হাতে নতুন ছাতা নাই। রোদে মুখ লাল। ও খোকা তোর ছাতা কই? খোকা বলে, সহপাঠীকে দিয়ে দিলাম। চার মাইল রোদে পুড়ে ঘরে যায় কেম্নে। ওর দরকার বেশি।

আকালের দিনে ঘরের গোলা খুলে দিল খোকা। নিয়ে যাও ধান। না খেয়ে কেউ থেকো না।

বাংলার দুঃখ, দারিদ্র্য, বাংলার কান্না খোকার বুকে এসে ব্যথিয়ে দেয়।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে এলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক। সাথে শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি। কিশোর মুজিব মন্ত্রীর পথ আগলে দাঁড়ালো। আমাদের স্কুলের ছাদ চুঁয়ে পানি পড়ে, মেরামত করতে হবে। ব্যবস্থা দিয়ে যান। কিশোর বালকের সাহস ও নিষ্ঠা দেখে শহীদ সচকিত। বললেন সব হবে। কলকাতায় যখন আসবে, দেখা করো।

শেখ লুৎফর রহমানের ঘরে দু মেয়ের পর ছেলে এলো। শেখ পরিবারের সবাই খুশি, মহাখুশি। আদরের খোকার কত আদর, কত যত্ন ! খোকা যেন জগতের মনি। আয় খোকা, এই খোকা, ও খোকারে। খোকা আর খোকা। আদরের সীমা নাই। বাবা শেখ মজিদকে বললো মেয়ে, বাপজান, খোকা তো নাম হয় না, একটা মজবুত সুন্দর নাম দিয়ে দাও। নানা একদিন সময় নিয়ে পরের দিন বললো, শেখ মুজিবুর রহমান। মা বলে এ কেমন নাম হলো বাপজান। মন তো মাতে না।

নানা বললো খুব ভালো নাম। দেখে নিস একদিন জগৎ জুড়ে তাঁর নামযশে দুনিয়া আলোময় হবে।

বাংলার খোকা, বাংলার মুজিব টুঙ্গিপাড়া ছাড়িয়ে, গোপালগঞ্জ ডিঙিয়ে, কলিকাতা ঢাকা ছাপিয়ে সারা দেশে, সারা দুনিয়ার বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ে আসন করে নিল। 'দুনিয়াতে দুই রকম মানুষ। এক হলো শোষক, আর অন্য হলো শোষিত - আমি হলাম শোষিতের দলে'। কিউবার সংগ্রামী নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো মুজিবকে দেখে বললেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, হিমালয় সম মুজিবুর রহমানকে দেখলাম। আমার হৃদয় মন জুড়িয়ে গেল'।

খোকার বুকে বড়ো দুঃখ, মুজিবের অন্তর জুড়ে বড়ো জ্বালা- আমার অমৃত বাংলার কান্দন রোধ করতে হবে। আমার প্রিয় মাতৃভাষার মান রাখতে হবে। 'ফাসির মঞ্চে যাবার সময় বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'। মুজিব বাংলার, বাংলা মুজিবের। প্রিয় বাংলার জন্য মুজিব নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে বারবার এগিয়ে এলেন। কখনো কম্পিত হয়নি তাঁর কণ্ঠ, মুজিব কখনো বাংলাকে প্রতারণা করেনি। কোনো আপোশ নেই বাংলার জন্য। 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি বাংলার মানুষের অধিকার চাই'। পাকিস্তানের জেলে বন্দি মুজিব। বাংলার শ্রেষ্ঠ মানুষ, বাংলার স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ কারিগর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নির্জন কারাগারে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের অন্যায় আদেশে প্রচণ্ড হিমশীতের মধ্যে বসে বসে দেখছেন, অদূরে তাঁর কবর খোঁড়া হয়েছে। মৃত্যু অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। আপোশহীন, ভয়হীন মুজিবের একটিমাত্র আবেদন - 'আমার প্রাণহীন দেহখানি আমার বাংলা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিও। বাংলার মাটিতে আমার শয্যা হবে'।

এত শক্তি এত অদম্য সাহস, এমন নির্ভয় উচ্চারণ মুজিব পেলেন কোথায় ? কোন দীক্ষায় এমন উচ্চারণ? কে দেয় তাঁর মর্মে এমন চিন্ময় অভয়? খুব সহজ উত্তর, চিত্তজুড়ে প্রেম, ভালোবাসা। দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের মানুষের জন্য যার দিবস রজনী মাত্র একই চিন্তা, একই ধ্যান, বাংলার কান্দন রোধ করতে হবে, বাংলার মুখে হাসি আনতে হবে।

মধুমতীর স্রোতে লগি ঠেলে ঠেলে যে বালক চৌদ্দ মাইল দূরের গোপালগঞ্জে এসেছে বারবার, যে কিশোর গোপালগঞ্জ ছাড়িয়ে বাংলার রাজধানী কলিকাতা এসে স্বাধীন চেতনার দীক্ষায় উদ্বেল হয়েছে, যে নবযৌবন দীপ্ত সমতট বাংলার সন্তান, নেতাজী সুভাষের স্বাধীনতার আহবানে স্নাত হয়েছে, তাঁকে রুদ্ধ করবে কে? তাঁর সম্মুখে যতই প্রাচীর রচনা হবে, সব ডিঙিয়ে তাঁর অগ্রযাত্রা দুর্বার হবে। অবশ্যই সে যুবক মিথ্যাবাদী কপট হলওয়েলের মূর্তি ভাঙার জন্য ছুটবে। সে বীর সন্তান তেতাল্লিশের মন্বন্তরে জীর্ণ ক্ষুধার্ত দেশবাসীকে রক্ষার জন্য বেকার হোস্টেলের অন্ন বিলি করবে। সেই স্নাত হৃদয় ছেচল্লিশের দাঙ্গায় রক্ত প্লাবনের মধ্যে হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, মানুষকে রক্ষার জন্য ঝাঁপ দিবে। তাঁর নব জীবন যৌবনকে রোধ করবে কে? তাঁর যাত্রার গতিকে শিথিল করার যোগ্যতা আছে কার?

বাংলার বন্ধুকে নীরব করার জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতাকে বঞ্চিত করার জন্য পাকিদের জেনারেল ভ্রষ্ট চরিত্র মদ্যপ ইয়াহিয়া নানা টালবাহানা করেছে। অমিত তেজ বঙ্গসন্তানকে নত মুখ করার জন্য ক্ষমতা অভিলাষী মতলববাজ জেনারেল আইয়ুব খান ষড়যন্ত্রের লৌহ পিঞ্জর রচনা করেছিল - অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করার ফাঁদ পেতে রেখেছিল - কিন্তু সফল হয়নি। জীবন গেল নিষ্পাপ এক সার্জেন্টের। আগরতলা মামলা ভন্ডুল হয়ে গেল। পাকির বিচারক নির্জনে পালিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। আর বাংলার জাগ্রত জনতা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার জেগে ওঠা বাঙালি জেলের তালা ভেঙে বাংলার বীর শেখকে উদ্ধার করে ছাড়লো। সবই কেমন পুরাণকথা, সবই যেন কল্পকথা-। কিন্তু এই হলো বাংলার ইতিহাস, এই হলো বাঙালির জীবন কথা।

এই রক্তে রাঙানো করুণ ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী আর শান্তিভোগী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পর্যায়ক্রমে তাঁকে বারে বারে গ্রেফতার করে জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে মুক্ত করে আবার জেলগেটেই তাঁকে বন্দি করে সেনানিবাসে নেয়া হলো। তখন বুঝেছিলেন এবার মৃত্যু অনিবার্য। জেলগেটের সামনেই বাংলার মাটি হাতে নিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন। বাংলার মাটি পকেটে নিলেন। মৃত্যুর মঞ্চে গিয়ে যেন হাতে থাকে বাংলার মাটি।

শত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনাচার আর অধিকারের অমাবস্যার অন্ধকারে বাঙালির আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠ ক্ষীণ হতে হতে যখন একেবারে ম্রিয়মান হতে চলেছে, তখন একটি কণ্ঠের সরব উচ্চারণ শোনা গেল। 'আমাকে ভাষার অধিকার দাও, আমি স্বায়ত্তশাসন চাই, আমরা সমান সমান অধিকার চাই- প্রশাসনে ও সামরিক বিভাগে আমার অংশ চাই'- সংসদে, রাজপথে, মিছিলে সেই কণ্ঠ আগুনের তাপে জ্বলে উঠলো। বাংলা জুড়ে সেই মেঘনাদ কণ্ঠের বিক্ষুব্ধ গর্জন শুনে বাঙালির জাগরণ ত্বরান্বিত। নদীতে সাগরে বিদ্রোহের বাতাস প্রবল তাড়নায় ঝড়ের রূপ ধরলো। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দির মৃত্যু দিবস। নেতার মাজারে দাঁড়িয়ে বাংলার নেতা, বাংলার উদ্‌বোধনের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। 'আজ থেকে পূর্বপাকিস্তানের নাম হলো বাংলাদেশ। দেশ আলাদা শব্দ নয়, বাংলার সঙ্গে দেশ যুক্ত হয়ে নাম হবে বাংলাদেশ'।

ইতিহাসের অনুসঙ্গে আছে অনেক ইতিবৃত্ত। আছে একুশ দফা, এগারো দফা, আর ছয় দফা। সমস্ত ইতিবৃত্ত মিলিত হয়ে স্বাধীনতার মহাস্রোতে মিশে গিয়ে হলো দেশের নাম- বাংলাদেশ। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সুভাষ বোস বলেছিলেন, 'রক্ত দাও- স্বাধীনতা দেব'।

পশ্চিমাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঘোষণা দিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ'। এমন অকুণ্ঠ নির্ভয় ও অবিচল কথা আর কেউ বলেনি, এমন অগ্নিতপ্ত কবিতা কেউ আবৃত্তি করেনি- এমন তপ্ত ভাষা আর জাগরণের গান কোনো শিল্পী গায়নি।

স্বাধীনতা বাংলার স্বাধীনতা।

এর পরের ইতিহাস আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ইতিহাস। অকাতরে জীবনদানের ইতিহাস। ছাত্র জীবন দিচ্ছে, শ্রমিক জীবন দিচ্ছে, শ্রমিক, পুলিশ, শিক্ষক, ভিক্ষুক, হিন্দু মুসলিম - নারী-পুরুষ সবাই রণক্ষেত্রে এসেছে- হাতে হাতে অস্ত্র- কণ্ঠে এক ধ্বনি – 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা - জয়বাংলা'।

ত্রিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা, দু লাখ রমণীর সম্ভ্রমের কারণে স্বাধীনতা। বড়ো গভীর শোকের স্বাধীনতা। বড়ো বেশি আগুনে দগ্ধ স্বাধীনতা, বাংলার স্বাধীনতা।

কারাবাসের অন্ধকার থেকে, ফাঁসির মঞ্চ থেকে জাতির ভাস্বর বঙ্গবন্ধু স্বদেশ এলেন বিধ্বস্ত বাংলায়, ধ্বংসের বাংলায় বাঙালির বন্ধু এলেন। সজল চোখে তাকিয়ে দেখেন তাঁর প্রিয় বাংলাকে। নিজের সোনার বাংলাকে পুনরায় প্রাণময় করবেন, বাংলার দুঃখ-শোক নিবারণ করবেন। কর্মে ঝাঁপ দিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুকে সে সময় দেশ-বিদেশের অনেক সূত্র থেকে সাবধান করা হয়েছে - একটা ষড়যন্ত্র চলছে। মুজিব সব ইঙ্গিত উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, কোনো বাঙালি আমাকে মারবে না। আমার গুণ, আমি বাঙালিকে ভালোবাসি আর আমার ত্রুটি, আমি বাঙালিকে বড়ো বেশি ভালোবাসি। বড়ো বেশি ভালোবাসা বুঝি ভালো নয়। তাই কাল হতে পারে, তাই কাল হয়। তাই তো হলো।

সেদিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গভবন থেকে ৩২ নম্বরের বাসায় গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির গাড়ি কেন জানি পরপর দুবার বন্ধ হয়ে গেল । গাড়ি এমন করে কেন? যেতে চায় না কেন? হয়তো এমনি, কোনো কারণ নাই। বঙ্গবন্ধু পায়ে হেঁটে শেষের পথটুকু পাড়ি দিয়ে বাড়ি এলেন। সামান্য একটু পথ, কতবার এ পথে হেঁটে সদর রাস্তায় উঠেছেন।

আজ তিনি বড়ো ক্লান্ত, কিন্তু ক্লান্তি ঝেড়ে আগামীকালের মস্তবড়ো আয়োজনে, আনন্দময় অনুষ্ঠানে তাঁকে যেতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত হবে। সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। এ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একসময় বহিষ্কার করেছে। চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারিদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে। তিনি মুচলেকা দেননি। আজ পালা বদলের কাল। রাত ভোর হবে, সকাল হবে, নবীন সূর্য উঠবে, নব জীবনের উৎসব হবে। তাঁর বিশাল চিত্ত জুড়ে বড়ো শান্তি এলো, স্বস্তি এলো। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা- নিবিড় ঘুম এলো চোখ জুড়ে। তখনো সুবেহ সাদেক হয়নি, আযানের ধ্বনি শোনা যায়নি, প্রভাত পাখির কলকাকলি জাগেনি, গগন ভেদ করে আলোর রশ্মি ফোটেনি পুবে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা আর জেলখানায় চার নেতাকে হত্যাকারীদের খোন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সামরিক সরকার নিরাপদে দেশ থেকে বিদেশে পাঠিয়ে দিল। পুনর্বাসনের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে তাদের চাকুরিও দিল। হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করে দিল, অসাংবিধানিক ইনডেমনিটি আদেশে।

শোনা কথা, মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের সংগে দেখা করতে গিয়েছে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। তখন তিনি রাষ্ট্রপতি। সাদাত বললেন বন্ধুকে দেওয়া আমার উপহারের ট্যাংক দিয়ে তোমরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছ। তোমার সঙ্গে কিসের সাক্ষাৎ, কিসের কথা?" জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রায় সব দেশ এ নির্মম হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। বিদেশে গিয়ে শুনতে হয়েছে- 'তুমি মুজিবের দেশের মানুষ। যে মহান মানুষটিই তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, তোমরা তাঁকেই হত্যা করেছ ! তোমাদের বিশ্বাস করা যায় না, তোমরা অকৃতজ্ঞ মানব'।

আমরা যে কেমন, তার ম্লান পরিচয় জেগেছে বিদেশে, যে মহানায়ক আমাদের স্বাধীনতা এনে দিল, যে নির্ভীক মানুষ আমাদের পতাকা দিল, জাতীয় সংগীত সমবেত কণ্ঠে গাইবার সুযোগ দিল, সেনা সদস্যরা, পথভ্রষ্ট কতিপয় ইতরজনরা তাঁকেই নির্মম আঘাতে হত্যা করলো। এমন ভয়ংকর, এমন শিহরিত, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা স্মরণে এলে আগে আমাদের বক্ষজুড়ে কম্পন জাগে, আজো আমরা ঘরে বাইরে ক্রন্দন করি। আমাদের মহানায়ক, জাতির পিতার বিশাল কবরে দাঁড়িয়ে আমি বার বার উদ্বেল হয়েছি। অকৃতজ্ঞ ঘাতকদের প্রতি ঘৃণা সোচ্চার হয়েছে, মনে হয়েছে যা কিছু সব ভেঙে চুরমার করে দিই। হিংস্র শ্বাপদের তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে তাদের ছিঁড়ে ফেলি। তখনই কোন এক নীরব কেন্দ্র থেকে আমার বঙ্গজননীর কণ্ঠ শুনতে পাই, করুণ সুরে বাল্যকালের সেই বাঁশির সুর ধ্বনিত হয়- জননী বাংলা বলে, আমার শ্রেষ্ঠ শিশু আমার কোলে নীরবে শুয়ে আছে। অনেক হেঁটেছে সে, অনেক সয়েছে সে, তাকে নীরবে থাকতে দাও। তার ফেলে রাখা কাজে হাত দাও, শক্তি দাও, মনোযোগ দাও। তোমাদের জন্য অনেক কাজ। দেখ না কি, আমার জননীর চারদিকে হিংস্র সরীসৃপরা, ঘোর অমঙ্গলিরা ষড়যন্ত্রের গুহা রচনা করেছে। তাদের সংহার করো, নির্মূল করো- তোমার চারদিকে, অভিজাত সুখ বিলাসীদের বাড়িতে বিভ্রান্ত নির্বোধ উন্মাদরা, কলেজে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা, জান্নাতী অপরূপা হুরিদের লালসায় আলখাল্লা পরনে চাপাতিকে বারবার চুম্বন দিচ্ছে। সাবধান, ওদের বড়ো বড়ো পকেটে মারণাস্ত্র, তাদের চক্ষু জুড়ে নেশার ঘোর। ওরা দ্রুত ছুটে আসছে, তোমাদের স্বাধীনতা বিনাশ করবে, তোমাদের পুনরায় গোলামের অধম গোলাম বানাবে-

নাগিনীরা চারিদিকে
ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী
শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-

শোন বাঙালি শোন, দীর্ঘদেহী সাল প্রাংশু বাহু তুলে অবিনশ্বর বন্ধুর মেঘনাদ ডাক শোন -
প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। জয় বাংলা।

#

Listen Bangali, Listen: That Voice of Thunder

Momtazuddin Ahmed

I love Bangabandhu. We love Bangabandhu. The people of Bangla adore Bangabandhu. We cannot but love him. Where can we find such a friend, such a kin, such a dear person?

Bangabandhu also loves his Bangladesh. The rivers of Bangla are his favourites. The crops, birds, sky, mustard flowers of Bangla are all very dear to him. The mosques, temples, churches, pagodas of Bangla are dear to him. Everything is very dear to him. He watches the river while sitting on the steamer, ponders about Bangla while standing in the prison-cell, meditates about Bangla while undertaking fast unto death. Bangla is his dream, his deed and his movement. He said many times, repeatedly, 'Bangla is my soul, Bangla is my beloved'. On the bank of Baigar, a tributary of Modhumati, a fisherman's son Goutam plays his flute. Khoka sits beside him. He listens to the melancholic melody of the flute. He asks his dear Goutam: Why is your flute's melody so mournful? Goutam says: The cry of Bangla is in my flute. Khoka says: Why does Bangla cry? Goutam says: Don't know why!

Khoka is engrossed in contemplation – Why is there so much tear, why is there such sadness in the breast of my Tungipara! That Tungipara then becomes Bangla inside his juvenile mind. The mother Saira Khatun watches his son enter home with only a wrapper on his body. O Khoka, O dearest, where is your fabric, your pajama? Khoka replies, I saw somebody in my path. He had torn clothes, was shivering in the cold. I gave him my shirt and pajama. Mother sees Khoka does not have the new umbrella. His face is red due to exposure to sunlight. O Khoka, where is your umbrella? Khoka says: Gave it to my classmate. He gets burnt by walking four miles to his home. He needs it more.

In bad days, Khoka opens up the granary of the house. Take away the rice. Please do not remain hungry, any of you.

The sorrow, poverty, tears of Bangla saddens Khoka's heart.

The chief minister of Bangla A K Fazlul Haque came to Gopalganj Mission School. He was accompanied by the labour minister Huseyn Shaheed Suhrawardy. The teenager Mujib blocked their path: Water trickles down the roof of our school-building, it has to be repaired. Please make necessary arrangement for that. Suhrawardy is surprised by the courage of the teenage boy. He said all steps would be taken. Meet me when you come to Kolkata, he asked.

A son was born in the household of Lutfor Rahman after the birth of two daughters. The Sheikh clan were all happy, very happy. The adorable Khoka received so much affection, so much care! As if Khoka was the gem of the whole world. Come Khoka, Hey Khoka, O Khoka. Khoka, and Khoka. There was no end to his caressing. The mother of the child said to her father Sheikh Majid, Khoka cannot be a proper name, give him a solid name. After taking another day, the maternal grandfather suggested Sheikh Mujibur Rahman. Mother said, what kind of a name is it, father! The mind is not moved.

The maternal grandfather said: It is a very good name. You will see, his name will illuminate the whole world one day.

That Khoka of Bangla ultimately occupied a place in the heart of the deprived and repressed people of the whole country, the whole world, after crossing Tungipara, Gopalganj, Kolkata and Dhaka. 'There are two kinds of people on earth. One is the exploiter, and the other exploited – I am on the side of the exploited'. The fiery leader of Cuba Fidel Castro had said after seeing Mujib, 'I have not seen the Himalayas; I have seen Mujib, an equivalent of Himalayas. My heart and mind was filled up'.

Khoka had much sorrow inside his breast, he had much burnings in his heart – I must stop the tears of my immortal Bangla. I have to uphold the honour of my dearest mother-tongue. 'I shall say while stepping on to the gallows, I am Bangali, Bangla is my land, Bangla is my language'. Mujib is Bangla's, Bangla is Mujib's. Mujib had to repeatedly face death for the sake of his beloved Bangla. His voice never trembled, Mujib never betrayed Bangla. He never compromised on the issue of Bangla. 'I do not seek premiership, I seek the rights of Bangla's people'. Mujib was held captive in a Jail of Pakistan. He was the greatest personality of Bangla, the greatest architect of Bangla's independence. He watched in extreme cold while sitting in an isolated prison-cell that his grave was being dug nearby as per the orders of the Pakistani military ruler. Death was approaching him very fast. The uncompromising and fearless Mujib had only one request – 'Please send my lifeless body to my mother Bangla. I shall sleep in the soil of Bangla'.

Where did Mujib find such strength, such courage, and such fearless words? From which teachings did such articulations emanate? Who reinforced his mind with such all-knowing fearlessness? The answer is very simple – love and affection running all over his being. He had only one contemplation, one meditation – his country, freedom of his country, and his countrymen; the tears of Bangla must be stopped, smile has to be brought to the face of Bangla.

The boy who had repeatedly travelled to Gopalganj by pushing the oar against the current of Modhumoti river, the juvenile who became imbibed with the spirit of freedom after coming to Kolkata crossing Gopalganj, the newly illumined youthful son of Bangla who was awash with the call for freedom by Netaji Subhash, who could stop him? He would cross all the walls erected before him, and his forward march would be unstoppable. That young man would certainly rush to smash the statue of hypocrite Hallowell. That heroic son would distribute the rice of Baker Hostel among his skinny hungry countrymen during the famine of forty-three in order to save them. That cleansed heart would jump for saving neither Hindus nor Muslims but humans during the bloody riot of 1946. Who would block this new life of resurgent youth? Who had the capacity to slow the speed of his journey?

The Pakistani general – characterless and drunkard Yahya Khan made different pretexts to deprive and silence the leader and friend of Bangla who had won absolute majority. The power-hungry mischievous General Ayub Khan had manufactured an iron cage of conspiracy to subdue the spirited son of Bangla; a trap was laid to kill him in the darkness, but that was not successful. An innocent Sergeant had to lose his life instead. The Agartala case was foiled. The Pakistani judge saved his life by fleeing. And the awakened people of Bangla, the awakened Bangali of Padma, Meghna, Jamuna rescued the valiant Sheikh of Bangla by breaking the jail-locks. All these are legends; all these appear to be myths. But this was the history of Bangla, this was the tale of Bangalis.

The principal witness and casualty of this blood-drenched melancholic history was Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He was repeatedly held captive in jail, stage by stage. After being set free in 1968, he was again detained at the jail-gate and then taken to the cantonment. He then realized that death was inevitable. He then picked up the soil of Bangla before the jail-gate and touched his forehead with those. He put the soil inside his pocket so that he could have Bangla's soil in his hand when he climbed the scaffold of death.

When the voices of Bangali's aspirations were getting more and more subdued due to hundreds of big and small abuses and the darkness of rights' absence, then the vocal articulation of a voice was heard. 'Give me the right of language, I want autonomy, we want equal rights – we seek equal participation in administrative and military branches'; that voice lit up the flames by its heat in parliament, streets and processions. The awakening of the Bangalis was expedited by the angry roar of that thunderous voice throughout Bangla. The

strong winds of rebellion on the rivers and seas took the shape of a storm due to this pressure. December 5 of 1969 was the death anniversary of Shaheed Suhrawardy. Standing before the leader's tomb, the leader of Bangla uttered the victory slogan of the inauguration of Bangla: 'From today, the name of East Pakistan is Bangladesh; desh is not a separate word, the name shall be Bangladesh by combining desh with Bangla'.

There are many backdrops to historical events. There were the 21-points, the 11-points, and the 6-points. All these backdrops combined and mixed together in the huge current of freedom to give rise to a country named Bangladesh. Subhash Bose had written against subjugation under foreigners, 'Give me blood – I shall give you freedom'.

Bangabandhu had opposed the misrule by the West declaring, 'As I have given blood, I shall give more blood, I shall free the people of this country by the grace of Allah'. Nobody had spoken such fearless and unwavering words, nobody had recited such a fiery poem – no artiste had sung such a sizzling song, such a song of awakening.

Then came independence and the freedom of Bangla.

The subsequent events were the annals of jumping into fire. It was a history of sacrificing lives without hesitation. The students gave up their lives, the workers did so, the police, beggars, Hindus-Muslims, men and women – all came together in the battlefield; they had arms in their hands, slogans in their voice – 'The address of you and mine, Padma Meghna Jamuna – Joy Bangla'.

Freedom was achieved at the cost of three million lives, and the honour of two lakh women. It was an independence of profound grief. The freedom and independence of Bangla had endured excessive fires and burnings.

The luminous star of the nation Bangabandhu returned to his homeland, a devastated Bangla, from the darkness of prison and scaffold; the friend of Bangla returned to a shattered land. He looked at his dearest Bangla with tearful eyes. He would once again enliven his Bangla of Gold; he would diffuse the sorrow of Bangla. Bangabandhu leapt to his tasks at hand.

Many sources at home and abroad had warned Bangabandhu at that time – a conspiracy was afoot. Mujib used to shrug off all such indications: No Bangali would kill me. My virtue is: I love all Bangalis; and my fault is: I love the Bangalis too much. Excessive love may not be good. Consequently, it may bring bad outcome; and bad outcome did materialise. That was what had happened.

On that day, the president Sheikh Mujibur Rahman had gone to his road-32 residence from Bangabhaban. For unexplained reasons, the president's car went out of order twice during the journey. Why did the vehicle behave like that? Why didn't it want to go? May be it was as usual, no specific causes. Bangabandhu came home by walking the last stage of the trip on foot. It was a small distance; he had reached the main-road by walking this path so many times.

On that day he was very tired; but shrugging off his tiredness, he would have to go to that massive event, that joyous program the next day. The students and teachers of Dhaka University would be honoured to award him with life membership. He was the greatest Bangali of a thousand years. This university had once expelled him. He was involved with the movement for eliciting the demands of class four employees. He did not furnish any bond. It was a moment of transition. The dawn would appear after the night, the new sun would rise, and there would be a festival of new lives. There was an all-pervading serenity and satisfaction in his massive heart. None of the life's riches could be thrown away – a deep sleep slowly overpowered his being. It was not yet dawn, the sounds of Azan could not yet be

heard, the chirpings of the morning birds had not yet started, and the rays of light had not yet blossomed in the east piercing the sky.

The killers of Bangabandhu and four leaders in jail were later sent abroad safely by the military government led by Khandakar Mostaque and Ziaur Rahman. They were also given jobs in overseas Bangladesh missions in order to rehabilitate them. The trials of the killers were stopped through the unconstitutional indemnity ordinance.

Hearsay has it, the military ruler Ziaur Rahman had gone to meet the Egyptian President Anwar Sadat. He was then the president. Sadat said: "You killed Bangabandhu with the tank I gave to my friend. What audience can I have with you, what talks"? Most of the countries belonging to the Non-Aligned Movement had condemned this brutal murder. It was heard while visiting abroad – 'You are a man of Mujib's land. The great man who brought independence for you, you killed that very person! You cannot be trusted, you are ungrateful people'.

What kind of people we are, that pale identity had been established overseas. The great hero who brought us freedom, the fearless man who gave us flag, gave us the opportunity to sing the national anthem in a chorus, that individual was brutally killed by army members, some wayward vile people. Tremors are felt all over our chest when we recall such ghastly, such shuddering, such unbelievable incident; even today we cry at home and outside. I have repeatedly lost my composure while standing before the huge tomb of our greatest hero, the Father of the Nation. My disgust for the ungrateful assassins becomes vocal; I feel like smashing everything. I tear them up with the sharp teeth of a savage beast. At that very moment, I hear the voice of my Bangla mother from a centre of silence, that flute of my childhood is played in a mournful melody – the mother Bangla says, my greatest child is sleeping in my lap. He has walked a lot; tolerated a lot, allow him to stay in silence. Put your hands in completing his unfinished tasks, put in energy, pay attention. You have many tasks to do. Look, the savage reptiles, the evil spirits have erected a cave of intrigue around my mother. Devour them, eliminate them – around you; the derailed and foolish lunatics in the houses of affluent happiness-mongers, students in colleges and madrasas, are repeatedly kissing the machetes by wearing cloaks in the lust for heavenly nymphs. Beware, they have arms in their large pockets, their eyes are intoxicated. They are coming very fast, they would jeopardise your freedom, and they would once again make you even inferior to slaves.

The snakes are exhaling

Poisonous air all around

The charming message of peace

Would sound like futile mockery.

Listen Bangali, listen, listen to the thunderous call of the huge-bodied immortal friend raising his towering hands –

Build up fortresses in all your homes; you have to confront the enemy with whatever you have. Joy Bangla.

Translation: ***Dr. Helal Uddin Ahmed***

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সমার্থক

আনিসুল হক

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমার্থক। *যারা ভোর এনেছিল* কিংবা *উষার দুয়ারে*- ইতিহাসভিত্তিক এই উপন্যাসগুলো লিখতে গিয়ে আমাকে ইতিহাসের অলিগলি রাজপথ পরিক্রম করতে হয়েছে। ইতিহাস যতই পড়েছি, ততই এই প্রত্যয় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মই হয়েছিল বাংলাদেশটাকে তিনি স্বাধীন করবেন বলে। তিনি তাঁর সারাটা জীবন একটা লক্ষ্য নিয়েই কাজ করেছেন, এগিয়ে গেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি। এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে তিনি বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, তিনি আর তাঁর পরিবার অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট-যাতনা ভোগ করেছেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্যচ্যুত হননি, তিনি আমাদের স্বাধীন করে গেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি কখন দেখতে শুরু করেন?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের ভাষায়, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে'। (অন্নদাশংকর রায়, *ইতিহাসের মহানায়ক*, প্রকাশক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১১)। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা বিদায় নিল, পাকিস্তান আর ভারত- দুটো দেশ জন্ম নিল। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হলে যুবক শেখ মুজিব ডাকলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রযুবা কর্মীদের। বললেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। এবার আমাদের যেতে হবে বাংলা দেশের পবিত্র মাটিতে। এই স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়'।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭-এ পূর্ববাংলায় ফিরেই মুসলিম লীগ সরকার ও পশ্চিমাদের বাঙালিবিরোধী অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালেই তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মিছিলের নেতৃত্ব দেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন।

তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীও তাঁকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে মেনে নিতে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকেই গ্রহণ করতে। গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'শেখ মুজিবুর রহমান ডিজঅ্যাপ্রুভড দি সাজেশন অব মিস্টার সোহরাওয়ার্দী টু গিভ রিজিওনাল স্ট্যাটাস অব বেঙ্গলি। শেখ মুজিবুর রহমান রিসিভড দি সাজেশনস অব মিস্টার সোহরাওয়ার্দী থ্রু এ লেটার'। অন্য কর্মীরাও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একমত হলো না'। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, *জীবন ও রাজনীতি*, সম্পাদক মোনায়েম সরকার)।

শেখ মুজিবের পেছনে গোয়েন্দারা ছায়ার মতো লেগে থাকত। তিনি কখন কী করতেন, সেই ১৯৪৮-১৯৪৯ সাল থেকেই তাঁর সম্পর্কে রিপোর্ট করা হতো সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতো। গ্রেপ্তারের পরই তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। তাঁকে জামিনের জন্য কোর্টে নেওয়া হলে সেখানেও ভিড় জমে যেত। তিনি সেই জনতার উদ্দেশে আবার বক্তৃতা করতে শুরু করতেন মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে। ১৪ মার্চ ১৯৫১-এ শেখ মুজিবের গতিবিধি সম্পর্কে সরকারি নথিতে বলা হচ্ছে,

> গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জ কোর্ট থেকে ১৪ মার্চ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক ছাত্র মিছিল সহকারে তাঁকে নিয়ে বের হয়ে আসে ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবুর রহমান সভায় ভাষণ দেন। তিনি মওলানা ভাসানীসহ অন্যদের বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মুজিবুর রহমানকে সেদিনই গ্রেফতার করা হয়।...পরের দিন তাঁর মুক্তির দাবিতে গোপালগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। স্থানীয় ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ও ফ্রান্স কর্তৃক মরক্কোর ওপরে নিপীড়নের প্রতিবাদে মিছিল করে। মিছিল শেষে সভায় শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য লড়াই করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়'। (ইংরেজি থেকে অনুবাদ লেখকের)।

এই ছিল ওই সময়কার নিত্য চিত্র। শেখ মুজিব জেলজুলুমকে পরোয়া করতেন না। সাহস, দেশপ্রেম আর আপোশহীনতা ছিল তাঁর রক্তের কণায়।

সরকারি গোয়েন্দারা তাঁর মুচলেকা আদায়ের চেষ্টা করেছেন, তিনি কখনো মুচলেকা দিতেন না, বলতেন, সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি করেই যাবেন। এখন সেই গোয়েন্দাদের সরকারি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, তাঁরা বলতেন, এই বন্দির অবস্থান খুব শক্ত। তাঁকে টলানো যায় না।

১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি খুলনা কারাগারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের রিপোর্ট দিচ্ছেন জনৈক গোয়েন্দা ২৬ ফেব্রুয়ারিতে, 'হি ওয়াজ নট উইলিং টু এক্সিকিউট এনি বন্ড ফর রিলিজ ইভেন ইফ দি ডিটেনশন উড কজ হিম টু ফেস ডেথ। হিজ অ্যাটিচুড ওয়াজ ভেরি স্টিফ'। এই বাক্যগুলো খেয়াল করুন, যদি তাঁর অন্তরিন থাকাটা তাঁর মৃত্যুও ডেকে আনে, তবু তিনি কোনো মুচলেকায় স্বাক্ষর করবেন না। তাঁর মনোভাব ছিল ভীষণ অনড়। যতবার যতজন গোয়েন্দা তাঁর কাছে বন্ড স্বাক্ষর করাতে গেছেন, ততবার তাঁরা

একই মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন, একই কথা লিখেছেন। ২২ মে-র গোয়েন্দা রিপোর্টেও বলা হচ্ছে, 'তিনি (মুজিব) তাঁর অতীতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মোটেও অনুতপ্ত নন, বরং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তাঁর মুক্তির পর একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাবেন। কী করবেন, সেকথা জানাতে তিনি অনিচ্ছুক। মুক্তি পেতে তিনি খুবই আগ্রহী, কিন্তু মুক্তির জন্য কোনো বন্ডে তিনি সই না করার ব্যাপারে স্থিরচিত্ত। হিজ অ্যাটিচুড ওয়াজ ভেরি স্টিফ...তাঁর মনোভাব খুবই অনড়'।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কারাগারে বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। তাঁকে কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছিল না। তাঁর হার্ট দুর্বল ছিল, জীবনহানির আশংকা দেখা দিল। শেষে সরকার তাঁর প্রতিজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করল। তিনি মুক্তি পেলেন। টুঙ্গিপাড়ায় গেলেন। সে সময়ের একটা ঘটনা তিনি *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লিখেছেন,

> একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি'। আমি আর রেণু দু'জনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো তোমারও আব্বা'। কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে ঝুলে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন ও আর সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস।

এই ছিল বাস্তবতা। শেখ মুজিব লড়ছেন বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, তাই তাঁকে জীবনের অনেকটা সময় কাটাতে হচ্ছে কারাগারে, তাঁর ছেলে তাঁকে ভাবছে আপার আব্বা। শেখ মুজিব যদি তাঁর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বড়ো করে দেখতেন, বেগম মুজিব যদি তাঁর পরিবারের সুখ ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন যে-কোনো সাধারণ নারীর মতো, তাহলে এই দেশটা এত সহজে স্বাধীন হতো না। বঙ্গবন্ধু নিজের প্রাণের ভয়ে কোনোদিনও ভীত ছিলেন না। ওই ১৯৫১ সালে কারাগারে জেরা করতে আসা গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে তিনি যে কথা বলেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা-ই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র, যদি মৃত্যু আসে আসুক, তবু বাংলার মানুষের মুক্তির প্রশ্নে কোনো আপোশ নয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর ফাঁসি হতে পারত, ওই সময় বন্দিশালায় তাঁকে গুলি করে মারার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমি দুই দুইবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি। প্রথমবার আইয়ুব খানের বন্দিশালায় ষড়যন্ত্রের মামলায়। আমার এক সাথী আমাকে সতর্ক করে দেয় যে, সন্ধ্যাবেলা সেলের বাইরে গিয়ে নিয়মিত বেড়ানোর ব্যাপারটি বিপজ্জনক। পেছন থেকে গুলি করবে আর বলবে পালিয়ে যাচ্ছিল বলে গুলি করেছি। অন্যের বেলা ঘটেও ছিল ওরকম গুলি চালনা। দ্বিতীয়বার ইয়াহিয়া খানের কারাগারে। আমার সামনেই আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। বুঝতে পারছি যে আমার সময় ঘনিয়ে আসছে'। (অন্নদাশংকর রায়)।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে এইভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। একাত্তর সালে যখন পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, তখন তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থির হয়ে গিয়েছিল, তাঁর জন্য সেলের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। সামান্য আপোশ বাংলাদেশের মুক্তির পথকে বাঁকা আর দুর্গম করে তুলতে পারত। তা তিনি করেননি।

অন্যদিকে আছেন বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রিয় রেণু। কী অসাধারণ এক নারীই না পেয়েছিলাম আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে! যাঁর কথা ইতিহাসে আসে না। কারণ, নারী ও পরিবারের সদস্যদের ত্যাগ আর অবদানের কথা থেকে যায় ইতিহাসের অন্তরালে। আমাদের ইতিহাসের দুটো খুব মাহেন্দ্রক্ষণে বেগম মুজিব নীরবে আমাদের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে ইতিবাচকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একটা হলো ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময়। শেখ মুজিব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। ওই সময় একটা গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। সারাদেশে প্রচণ্ড আন্দোলন হচ্ছে। আর এই সময় শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে যাবেন আইয়ুব খানের সঙ্গে বৈঠক করতে! বেগম মুজিব তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালেন বড়ো মেয়ে হাসিনাকে। শেখ হাসিনার হাতে চিরকুট দিলেন। শেখ হাসিনাও সেই চিরকুটের বার্তাটা মুখস্থ করে নিলেন যদি প্রহরীরা চিরকুট কেড়ে নেয়! বেগম মুজিবের বার্তাটা ছিল, সারা দেশের মানুষ তোমার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত, খবরদার তুমি প্যারোলে মুক্তি নিবা না। যদি তুমি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আস, আমি তোমার বিরুদ্ধে পল্টনে সভা করব। (*শেখ হাসিনার কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, মঞ্জুরুল ইসলাম, সময় প্রকাশনী)।

সেই বার্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ছাত্রী শেখ হাসিনা পৌঁছে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব সেদিন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি প্যারোলে মুক্তি নেননি। বঙ্গবন্ধু হিসেবে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এসেছিলেন।

একাত্তরের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় যোগ দিতে যাবেন বঙ্গবন্ধু। তিনি খুব অস্থির। একদিকে ছাত্রজনতার প্রচণ্ড চাপ, আজই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হবে। অন্যদিকে সারা পৃথিবী তাকিয়ে আছে ওই ভাষণটির দিকে। আমরা আজ জানি, এমনকি আমেরিকার কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার ক্ষমতাকেন্দ্রও নির্ঘুম অপেক্ষা করছিল শেখ মুজিব কী বলেন তা জানার জন্য। ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স যদি আসে, তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত পাকিস্তানি মিলিটারি। এই অবস্থায় কী করবেন বঙ্গবন্ধু! নিজের ঘরে তিনি পায়চারি করছেন। বেগম মুজিব তাঁকে বললেন, তুমি এত অস্থির কেন। শুয়ে খানিকক্ষণ

রেস্ট নাও। মুজিব শুয়ে পড়লেন। তাঁর মাথার কাছে মোড়া নিয়ে বসা শেখ হাসিনা, পায়ের কাছে বেগম মুজিব। বেগম মুজিব বললেন, তুমি তোমার নিজের বিবেকের কথা বলবা। তোমার সামনে লক্ষ মানুষের হাতে বাঁশের লাঠি, পেছনে বন্দুক। তুমি তা-ই বলবা, যা তোমার অন্তর বলতে চায়। শেখ মুজিব খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে উঠলেন। যাওয়ার আগে বেগম মুজিবের কপালে চুম্বন করলেন। খানিকটা দেরি করেই তিনি পৌঁছালেন সভামঞ্চে। মানুষ তখন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, নির্মলেন্দু গুণের ভাষায়,

'কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
...গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর
অমর কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

এত ত্যাগ, এত বীরত্ব, এত ভালোবাসা, এত প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষটি আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন! ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার ওই দিবাগত রাতে তিনি সাংবাদিক আতাউস সামাদকে বলেছিলেন, "আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইন্ডিপেন্ডেন্স, নাউ প্রিজার্ভ ইট" (*আজকের কাগজ*-২২/১/৯৩)। আমাকে আতাউস সামাদ একাধিকবার বলেছেন, ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু তাকে বলেছিলেন, 'আমি ইউডিআই দিচ্ছি (ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স বা স্বাধীনতার একতরফা ঘোষণা)। আমি তোদের স্বাধীনতা দিয়ে গেলাম, যা, তোরা রক্ষা কর'।

ইথারে ছড়িয়ে পড়ল সেই ঘোষণা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

১৯৭২ সালে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজ এই মুহূর্তে অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনি কোন দিনটিকে আপনার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন? কোন মুহূর্তটি আপনাকে সবচাইতে সুখী করেছিল?
বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন'।

ফ্রস্ট: আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন?
শেখ মুজিব: সমগ্র জীবনের সবচাইতে সুখের দিন!
ফ্রস্ট: এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?
শেখ মুজিব: বহুদিন ধরে আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।

তাঁকে হত্যা করার জন্য বারবার সব আয়োজন সম্পন্ন করেও পাকিস্তানিরা তাঁকে মারতে পারেনি! ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার আগে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, আমাকে আর দুটো দিন সময় দিন, আমি শেষ কাজটা করে নিই, শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকর করি।

সেই মৃত্যুদণ্ড সেদিন কার্যকর হয়নি। হয়েছে আরও চার বছর পরে। আর তাঁর প্রাণ কেড়ে নেবে বাঙালিরা, এটা বঙ্গবন্ধু কোনোদিনও ভাবতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে, এই সব তথ্য বিভিন্নভাবে তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়েছিল, এমনকি ভারতীয়রাও এই তথ্য জানাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। আমেরিকার অবমুক্ত নথি থেকে আমরা আজ তা জানি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালিদের বিশ্বাস করতেন নিজের চেয়েও বেশি। তিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন না, আর এটা তাঁকে বিশ্বাস করানো অসম্ভব ছিল যে, কোনো বাঙালি তাঁকে আঘাত করতে পারে। তিনি বলেছিলেন, তার সবচেয়ে বড়ো গুণ হলো তিনি তাঁর দেশের মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। আর তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো, তিনি দেশের মানুষকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাস তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করেছে যারা, তাদের ভাষা ছিল বাংলা, তাদের হাতে ছিল গরিব বাঙালির রক্ত পানি করা টাকায় কেনা অস্ত্র। শুধু বঙ্গবন্ধু নন, শুধু বেগম মুজিব নন, শিশুপুত্র রাসেল, গর্ভবতী পুত্রবধূও রেহাই পায়নি সেই হত্যাকাণ্ডের রাতে!

জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকেই পেছনের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলো নানাভাবে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন তিনি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালির জাতির পিতা। বিবিসি বাংলার জরিপে যে উঠে এসেছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তা যথার্থ কারণ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই বাঙালিকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথা দুটো সমার্থক হয়ে উঠেছে।

#

Bangabandhu and Independence are Synonymous

Anisul Hoque

Bangabandhu and the independence of Bangladesh are synonymous. While writing history-based novels like 'Jara Bhor Enechhilo' (Those who brought dawn) or 'Ushar Duarey' (At the door of dawn), I had to explore the alleyways, streets and roads of history. As I continued to read history, the conviction became brighter in my mind that the very birth of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had taken place for liberating Bangladesh. He had worked throughout his life with a lone objective, he marched on to realize the independence of Bangladesh, the freedom of Bangladesh's people. He had to repeatedly face death in his quest for reaching this goal, he and his family had to undergo intolerable sorrow, pain and suffering, but he never deviated from his objective; he made us independent.

When did he start dreaming about the independence of Bangladesh?

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman wrote in his own language, 'It was in 1947. I then belonged to the party of Suhrawardy sahib' (Annadashankar Ray, *'Itihasher Mohanayak'*, Publisher: Bangladesh Awami League, 2011). The British left in 1947, and two countries – Pakistan and India – were born. The youth Sheikh Mujib summoned his close student-workers at Sirajuddowlah Hall of Islamia College, Kolkata. He said, 'The struggle for independence has not been concluded yet. Now we shall have to go to the sacred soil of Bangla Desh. This independence is not at all freedom'.

After returning to East Bengal in 1947, Bangabandhu jumped into movements in protest against the anti-Bangali unjust behaviour of the Muslim League government and the West. He led a procession of state language movement as early as in 1948. He had to embrace imprisonment for providing leadership to the state language movement.

His leader Suhrawardy also wrote to him via mail to accept Bangla as a regional language, but Urdu as the state language. The secret reports of intelligence agencies claimed, 'Sheikh Mujib disapproved of the suggestion of Mr. Suhrawardy to accord regional status to Bengali. Sheikh Mujibur Rahman had received the advice of Mr. Suhrawardy through a letter. Other workers also did not agree with Suhrawardy' (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, *Life and Politics,* Editor Monaem Sarkar).

The intelligence officers used to track Sheikh Mujib like a shadow. Reports were sent to relevant offices of the government on what he did and when since 1948-49. He used to be regularly arrested. After his arrests, movements were started demanding his release. Crowds were formed when he was taken to court for obtaining bail. He then addressed the assembled people and spoke against the misrule of the Muslim League government. The following is a description about the whereabouts of Sheikh Mujib in an official file on 14 March 1951:

> 'Son of Lutfar Rahman of Tungipara, Gopalganj, Sheikh Mujibur Rahman was released on bail on 14 March. Some students came out with him in a procession and held a meeting. Mujibur Rahman addressed the meeting. He severely criticised the government detention of Moulana Bhashani and others without trial and urged the students to become united. Mujibur Rahman was arrested on that very day…The next day, strike was observed in Gopalganj for his release. The local students brought out a procession demanding the release of Sheikh Mujibur Rahman, recognition of Bangla as the state language and in protest at the repression of Morocco by France. Decision was taken at a meeting after the march to continue the struggle for the release of Sheikh Mujib'. (Translated from Bangla)

That was a regular feature in those days. Sheikh Mujib was not concerned about jails or tortures. Courage, patriotism and uncompromising attitude were in his blood.

The government spies tried to elicit bonds from him, but he never obliged saying he would continue his protests against the injustices of the government. Now, it is seen from those official intelligence reports that the stance of that prisoner was very robust. He could not be made to vacillate.

A spy gave a report on an interview with him at Khulna Jail on 26 February 1951, "He was not willing to execute any bond for release even when the detention could cause him to face death. His attitude was very stiff". Notice these words, he would not sign any bond even when his detention might lead to his death. His attitude was very firm. Whenever the spies went to him to take his signature, they consistently found this attitude, and wrote about it. The intelligence report of 22 May also said, 'He (Mujib) is not at all repentant about his past political activities, rather he is determined to carry forward his work as a political worker after his release. He is reluctant to inform about what he would do. He is very keen to get released, but he is very firm about not signing any bond for the purpose. His attitude is very stiff … His outlook is very rigid'.

Bangabandhu undertook a hunger strike while in prison during the language movement of 1952. He could not be made to eat. His heart was weak, his life was at risk. Ultimately, the government had to bow down to his resolve. He was freed. He went to Tungipara. He wrote about an incident of that period in his book '*TheUnfinished Memoirs*':

> One morning I and Renu were gossiping in bed. Hasu and Kamal were playing below. Hasu occasionally came to me calling 'Abba Abba' after leaving the game. At one point Kamal was telling Hasina, "Hasu Apa, Hasu Apa, can I call your father Abba'. Both I and Renu heard it. I slowly got up from bed, took him in my lap and said, 'I am your father as well'. Kamal did not want to come to me. Today he hung on to my neck. I understood, now he could stand no more. Even one's own son forgets when not seen for many days. When I went to jail, his age was only a few months.

That was the reality. Sheikh Mujib was fighting for the freedom of Bangla's people, so he had to spend a lot of time in jail, while his son was thinking that he was his sister's father. If Sheikh Mujib had given priority to his own comfort and happiness, if Begum Mujib had attached importance to the happiness and safety of her family like any other ordinary female, then this country could not have been freed so easily. Bangabandhu was never afraid for his own life. What he told that intelligence officer who came to interview him in jail in 1951 was his motto up to the last day of his life: If death is to come, let it come, but no compromise on the question of freedom of Bangalis. He could have been hanged in the Agartala Conspiracy Case; at that time a conspiracy was afoot to kill him by gun-shot in jail. In his words, 'I came back from the jaw of death twice. The first time was in the conspiracy case while in Ayub Khan's jail. One of my companions warned me that going outside the cell during evening for strolling out was dangerous. They would shoot me from behind and would claim they fired as I was escaping. That kind of firing did take place in case of another person. The second time was in Yahya Khan's prison. My grave was being dug in front of me. I could understand that my time was coming to an end' (Annada Shankar Ray).

Sergeant Zahurul Haque, an accused of the Agartala Conspiracy Case, was shot dead in this way. When Bangabandhu was imprisoned in a Pakistani jail during 1971, his death sentence was delivered; a grave was dug for him beside his cell. A little compromise could have made the path of freedom difficult for Bangladesh. He did not choose that.

There was also Fazilatunnesa Mujib on the other side. Bangabandhu Sheikh Mujib's beloved Renu. What an extraordinary lady we got in our national history! Whose theme does not appear in history! That is because, the sacrifices and contributions of women and family-members remain hidden behind history. Begum Mujib had positively determined the direction of our history while maintaining silence during two critical junctures of history. One was the mass upsurge of 1969. Sheikh Mujib was then imprisoned in cantonment as an

accused in the Agartala Conspiracy Case. At that time, talks were being held on releasing Sheikh Mujib under parole in order to facilitate his participation in the round-table conference. An intense movement was underway all over the country. And at this time Sheikh Mujib would go to sit with Ayub Khan after being freed under parole! Begum Mujib hurriedly summoned her eldest daughter Hasina. She put a chit in her hand. Sheikh Hasina also memorised its contents, in case the guards seized that from her! Begum Mujib's message was: People throughout the country are engaged in a movement demanding your release; beware, do not take release on parole. If you come out after taking parole, I shall hold a meeting against you in Paltan *(Sheikh Hasinar Kichhu Smriti Kichhu Katha,* Monjurul Islam, Samay Prokashani).

The then student of Dhaka University Sheikh Hasina had conveyed that message to Bangabandhu. Sheikh Mujib took a decision on that day. He did not obtain his release under parole. Bangabandhu came out with his head held high.

Bangabandhu was on the verge of going out to join the historic public meeting of 7 March 1971. He was very restless. On the one hand there was the intense pressure of the students and masses, the declaration of independence would have to be made today. On the other hand, the whole world was watching that address. We know today, it is seen even in American documents, even the centre of power in America was waiting sleeplessly to know what Sheikh Mujib would say. If a unilateral declaration of independence came, then the Pakistani military were ready to confront it. What would Bangabandhu do in this situation! He was pacing up and down in his room. Begum Mujib told him: Why are you so restless? Lie down and take rest for some time. Mujib lied down. Sheikh Hasina sat on a couch near his head, Begum Mujib was near his feet. Begum Mujib said: You will speak about your own conscience. Before you, there are the bamboo sticks of lakhs of people, behind you there are rifles. You should say whatever your heart desires. Sheikh Mujib got up after silently lying in bed for some time. Before he left, he kissed the forehead of Begum Mujib. He reached the meeting-stage a bit late. The people were then waiting eagerly; in the words of Nirmalendu Goon:

'When will you come poet'?
At the end of hundreds of struggles of a century,
Walking spiritedly like Rabindranath
The poet then stood on the podium of the masses.
…Shaking the stage of people's sun the poet recited his
Immortal piece of poetry:
'The struggle this time is for freedom,
The struggle this time is for independence'.

That man gave us freedom with so much sacrifice, so much heroism, such love, such pragmatism. On that night of declaration of independence after the midnight of 25 March 1971, he told the journalist Ataus Samad, "I have given you independence, you now preserve it" (*Ajker Kagaj*-22/1/93). Ataus Samad told me more than once, Bangabandhu had said to him on the night of 25 March, 'I am making UDI (Unilateral Declaration of Independence). I have given you independence, you go preserve it'.

That declaration was transmitted via ether: Bangladesh is independent from today.

Journalist David Frost had asked Bangabandhu in 1972: 'Which day of your life would you consider the happiest after looking towards the past at this moment? Which moment made you most happy'?

Bangabandhu replied: 'The day I heard that Bangladesh was free, that day was the happiest day of my life'.

Frost: The happiest day of your life?
Sheikh Mujib: The happiest day of my whole life!

Frost: When did you start dreaming about such a day?
Sheikh Mujib: I had been seeing this dream for many years.

The Pakistanis could not kill him despite making repeated arrangements for his murder! Before handing over power to Bhutto, Yahya Khan had said, 'Give me two days more, let me finish my last task, let me execute the death sentence of Sheikh Mujib.

That death sentence was not carried out then. It was done four years later. And Bangabandhu could never imagine that his life would be taken by the Bangalis. There were conspiracies against him, there were warnings of rebellion against him, these information did reach him through various means; even the Indians took special measure to inform him about it. We know that from the declassified documents of America. But Bangabandhu Sheikh Mujib trusted the Bangalis more than himself. He was not afraid of death; and it was impossible to make him believe that any Bangali could hit him. He used to say, his greatest virtue was that he loved his countrymen excessively. And his greatest weakness was that, he loved his countrymen too much. That love and trust became the cause of his death. The language of those who killed him on 15 August 1975 was Bangla, in their hands were arms purchased by the hard-earned money from the toils of poor Bangalis. Not only Bangabandhu, not only Begum Mujib, even the child-son Russel, and pregnant daughter-in-law were not spared on that night of assassination!

Attempts were made to make the state of Bangladesh move backwards after the killing of Father of the Nation. Attempts were made in different ways to erase his name. But as time passes, the Father of the Nation of the Bangalis Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman becomes brighter and brighter. In a survey of the BBC Bengali Service, Bangabandhu Sheikh Mujibur emerged as the greatest Bangali of all times; the exact reason for that was, he had gifted the Bangalis an independent nation in its thousand year-old history. Today, the independence of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman are synonymous.

Translation: ***Dr. Helal Uddin Ahmed***

এমন মৃত্যু কখনো দেখেনি বাংলাদেশ

সোহরাব পাশা

তোমার পায়ের শব্দে জেগে ওঠে ঘুমন্ত নগরী
ভোরগুলো খুলে দেয় মর্চে পড়া রাত্রির জানালা,
তোমার পায়ের শব্দে বাড়িগুলো রঙিন পোশাক
পরে হেসে ওঠে থৈ থৈ উৎফুল্ল জ্যোৎস্নায়,
'জয়বাংলা' শব্দে বাংলাদেশ খুঁজে পায়
বিহঙ্গ ডানায় এক আশ্চর্য নীলিমা ;
আজও বাতাসে ভাসে তোমার সেই অমিতাভ কণ্ঠস্বর 'জয় বাংলা'
মেঘ ছেড়ে সোনারং আলো এসে পড়ে ঘাসে আর
মাথা নিচু করা সব মানুষের হারানো বিশ্বাসে
বাংলাদেশ জ্যোতির্ময় আলোয় হাসে ;

হঠাৎ নিখোঁজ হলো স্বপ্নময় সুন্দর আগামীর সূর্য
ঘৃণ্য বন্য অনাচারে থেমে গেলো ইতিহাসের মহানায়কের
উজ্জ্বল পায়ের শব্দ, শোকে অবাক নির্বাক হলো এ পৃথিবী
৩২ নম্বর ধানমন্ডি থেকে রক্তের ধারায় ভিজে গেলো
শস্য শ্যামল বাংলার সবুজ প্রান্তর ;
আগুনের জলছবি মিশে গেলো মেঘের ডানায়
সকাল হলো না আর পাখির কুজনে
সব পাখি ফেরেনি সেদিন
স্বপ্নবোনা ঠিকানায় আপন নিলয়ে
জল নয় গাঢ় লালখুনে ভিজে যায় শীর্ণ চোখের উপমা
সমুদ্র ধারণ করে না সেই দীর্ঘশ্বাসের আগুননদী
সে এক ভয়াল মৃত্যু, এমন মৃত্যু কখনো দেখেনি বাংলাদেশ ;

বিহ্বল স্তব্ধতা নেমে এলো চেতনার রৌদ্রলোকে
নক্ষত্র আকাশ ভেঙে নেমে আসে রাত্রির প্লাবন
পাখিরাও ভুলে যায় ভোরের সংস্কৃতি
অন্ধকারে ঢেকে যায় দুঃখী বাংলার মুখ
'বঙ্গবন্ধু নেই' শুধু এই শব্দে রক্ত বৃষ্টি ভেজা
চোখে কেঁদে ওঠে বাংলার শোকার্ত মানুষ;
প্রজাপতি ধরার বয়স যার গোলাপের সাথে বসবাস
সেই রাসেলের অশ্রু আর রক্ত কোথায় লুকাবে
বাংলাদেশ!

দীর্ঘদিন ভোরগুলো আলো ফেলেনি শিশিরে, ঘাসে
হতবিহবল বিষণ্ন বাড়িগুলো খোলেনি জানালা,
সে সময় কী যে দুঃসময় চারদিকে ষড়যন্ত্রের কুয়াশা
তোমার আত্মজা মৃত্যুশোকে মুহ্যমান অশ্রুভেজা চোখে শুধু
এই দেশটাকে ভালোবেসে তুলে নিলেন তোমার রেখে যাওয়া
স্বপ্নের পতাকা; তুমি দূর থেকে দেখো 'দেশরত্নে'র হাতে
বিশ্বব্যাপী খ্যাতির শীর্ষে আজ তোমার সোনার বাংলা
'বঙ্গবন্ধু' তোমার কেবল জন্মদিন আছে, কোনো মৃত্যুদিন
নেই বাংলা ও বাঙালি হৃদয়ে।

ঈশ্বরগঞ্জ, ২২শে জুন ২০১৬।

#

Bangladesh has never seen such a death

Sohrab Pasha

The sleeping city wakes up with your footsteps
Dawns open up the rusting windows of night
At the sound of your walk
Houses in colorful garbs laugh madly in gleeful moonlight
Bangladesh finds a wonderful sky of bird-wings
In the slogan of 'Joy Bangla'
That glowing voice of yours floats in air still today
Golden light from cloud falls on grass
And the face of Bangladesh brightens
With the divine light in the lost belief
Of all the stooping people.

Suddenly the beautiful dreamy sun of future is lost
The dazzling footsteps of the great hero of history
Stopped due to misdeeds of wild hatred
The world was stunned and shrouded in grief
The green cornfields of Bangla was soaked
In the blood-stream from Dhanmondi 32
The watercolor picture of fire got mingled
With the feathers of clouds
The day did not break with chirpings
That day all birds did not return
To their own nests woven with dreams
The metaphor of narrow eyes got wet
Not with water, but crimson blood
The sea couldn't contain that fiery river of deep sigh
Such a fatal death Bangladesh has never seen!

A dull silence descends on the sunny consciousness
The flood of night breaks down from the starry firmament
Birds also forget the morning practice
The appearance of sad Bangla covered with darkness
The eyes of the Bengali in mourning shed tears
With the only phrase 'Bangbandhu is no more'
Where will Bangladesh hide the tears and blood of rosy Rasel
Who at the tender age used to play with butterflies?
Dawns haven't thrown light on dew and grass for long
Perplexed gloomy houses haven't opened their windows
What an evil time the fog of conspiracy all around!
Out of patriotism your melancholy daughter in wet eyes
Held up the flag of dream left by you
You witness from far in the hand of 'Deshrotno'
Your Golden Bengal now on top of fame globally
Bangabandhu, you have birthday only, no day of death
In the heart of Bangla and the Bengali.

Translation : ***Dr. Binoy Barman***

কারা-কুসুম

সোহরাব হাসান

তিনি খুব ভালোবাসতেন নদী; উত্তাল তরঙ্গে
নাও বাওয়ার নিপুণ কৌশল রপ্ত ছিল তাঁর
স্রোতস্বিনীর অজস্র পলি, অফুরান জলধারা
বদ্বীপ করেছে সিক্ত, শ্যমলিম, উজ্জ্বল-উর্বর
জবান রেখেছে নদী; প্রতিদান দিয়েছে ফসলে।

তিনি খুব ভালোবাসতেন পাখি—মানে স্বাধীনতা;
অগ্নিক্ষরা মার্চের বিকেলে গাওয়া অবিনাশী গান
বিহঙ্গের ওড়া কী করে থামাবে বন্দুকের নল?
আকাশ নক্ষত্র তাঁকে চেনে, চেনে চিম্বুক পাহাড়
এখনো পাখিরা কলস্বরে তাঁর নাম ধরে ডাকে।

তিনি খুব ভালোবাসতেন ফুল; বাড়ির আঙিনা
ছাড়িয়ে জেলখানার নিঃসঙ্গ প্রাঙ্গণে ফোটালেন
গোলাপ, চামেলি, জুঁই; ছড়িয়ে পড়েছে তার ঘ্রাণ
বাংলার প্রতিটি গ্রামে, জনপদে, নমিত বাতাসে;
প্রহরীর সাধ্য নাই পুষ্পের সৌরভ বন্দি করে।

ফুল-পাখি, মৃত্তিকা রেখেছে কথা, মানুষ রাখেনি।

Prison flowers

Sohrab Hassan

He loved rivers very much; in their tumultuous waves
He sailed his boat with consummate skill.
The fast flowing rivers with abundant waters have bathed the delta,
And their alluvial loads have turned it green, bright and fertile.
The river kept its word, paying back with crops and harvests.

He loved birds very much—birds that symbolize freedom.
How can the muzzle of a gun stop the flight of birds?
Or silence the everlasting song of a fiery March afternoon?
The sky and the stars know him; the heights of Chimbuk know him;
Birds still remember him in their choral songs.

He loved flowers very much; he made them bloom in his garden,
And even in his solitary prison yard; roses, chameli, juin—their fragrance
Spread in every village of Bengal, fanned by the soft winds.
No guard can lock up the fragrance of those flowers in a prison cell.

Flowers, birds, the soil—they have kept their word, but not man.

Translation : ***The poet himself***

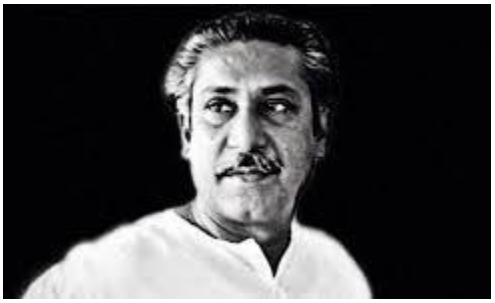

[বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি]

বত্রিশ নম্বর

বত্রিশ নম্বরের আঙিনায় যখন দাঁড়ালাম
বুকে টের পেলাম শীতল বাতাস, উদ্ভ্রান্ত এক হাহাকার
বোধ আর বুদ্ধির উন্মেষ কাল থেকে
যে হাহাকার, যে যন্ত্রণা আমি নিভৃতে বহন করেছি

কালরাতে বৃষ্টি ঝরেছে কি কোথাও!
চোখের পল্লবে যেন আর্দ্রতার পরশ; আমার চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছিল
তবু, তবুও অবুঝ, করুণ অবুঝ হাহাকারে
আমি তাকাচ্ছিলাম দোতলার বারান্দায়
খুঁজছিলাম, খুঁজছিলাম কি সফেদ পাঞ্জাবীর সেই দীর্ঘ পুরুষকে!
দৈর্ঘ্য যাঁর ছাপিয়ে গেছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল

বসবার ঘর
শোবার ঘর
বিছানার পাশ-টেবিলে রাখা চশমা, প্রিয় পাইপ
আমি দেখছিলাম, দেখছিলাম; ভাসছিলাম অক্ষম হাহাকারে
চোখে ভাসছিল রাসেলের ভয়ার্ত মুখ

নববধূর হাতের না-মোছা স্বপ্নিল মেহেদী

বিস্ময়ে বিমূঢ় কতকগুলো চোখ-

আমি কোথাও দাঁড়াতে পারছিলাম না

আমি স্থির দাঁড়াতে পারিনি সেইখানে, সেই সিঁড়িতে

যেখানে হায়েনার ছোবল বিদীর্ণ করে গেছে বাঙালী হৃদয়-

পৈশাচিক বর্বরতায়

উঠোনে কবুতরের খোপগুলো শুন্য-

কোথায় উড়ে গেছে তারা, কার পরশের খোঁজে!

সেই স্নিগ্ধ করকমলের পরশ এখানে পরেনি কত কতকাল

পাখিদেরও কি শোক আছে

যেমন আছে তোমার আমার

হাহাকার ঘুরছে যেন শুন্য খোপগুলোয়

হাহাকার ঘুরছে বত্রিশ নম্বরে

হাহাকার ভাসছে আজও বাংলার শ্যামল জনপদে

অনাদিকাল জ্বলবে এ আগুন প্রতিটি বাঙালী হৃদয়ে

কামাল হোসেন

দি হেগ, ৮ আগষ্ট ২০১৬

[১৯৮৯/৯০ এর কোন একদিন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ৩২ নম্বরে গিয়েছিলাম। একা। মন টানছিল অনেকদিন ধরেই। কিন্তু খুলনায় থাকতাম বিধায় হয়ে উঠছিল না। বাড়ীটা সে সময় অনেকটা উন্মুক্তই ছিল। ঢুকতে কোন অসুবিধার কথা মনে পড়েনা। একা একা ঘুরছিলাম, ভিতরে ভিতরে কাঁদছিলাম]